আবার মঞ্চস্থ হোক ‘‘আদম খানা’’

আশীষ বাবলু

সামাজিক বিষয়ে হাসির নাটক উপস্থাপন করা বেশ কঠিন। আর সে বিষয় যদি আদম ব্যাবসার মত একটা সেনসেটিভ ব্যাপার হয় তবেতো কথাই নেই। বাংলাদেশের জন্মের পর হতে আজ পর্যন্ত অগনিত মানুষ আদম ব্যাবসায়িদের হাতে নাজেহাল হয়েছে, কষ্টের জীবন কাটিয়েছে, ভিটে-মাটি খুঁইয়ে সর্বসান্ত হয়েছে। সে সব মানুষের জীবনে হাসি ছিলনা।

বেল্লাল হোসেন ঢালী সেই নিপিড়িত মানুষের জীবন কোনো ভনিতা ছাড়া নির্ভেজাল হাসির মাধ্যমে আমাদের পরিবেশন করেছেন। নাটকের শুরুতে বা শেষে কোনো ঘোষণা ছিলনা, ছিলনা কোনো আদর্শবাদ। কোনো সেন্টিমেন্টাল গল্প বলারও চেষ্টা করেননি নাট্যকার। দর্শক খোলা মনে নাটকটি উপভোগ করেছে।

হাসির নাটকে পরিমিতি ধরে রাখার একটা ব্যাপার থাকে। কেননা মাত্রা একটু বেশী হয়ে গেলে ভাড়ামো বা অশ্লীল হয়ে যেতে পারে। আদম খানার রচয়িতা ছিলেন খুবই সচেতন। তিনি জানতেন কোথায় তাকে থামতে হবে।

এ ধরনের নাটকে সংলাপ এবং তার পরিবেশনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এ ব্যাপারে নাট্যকার ছিলেন নিষ্ঠাবান। কয়েকটি জাপানী শব্দের সাথে বাংলা ভাষার মজাদার মিশ্রন দর্শকরা উপভোগ করেছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। এ নাটকের প্রবাস হচ্ছে জাপান। তবে সে যে দেশই হোক নাটকটা প্রবাসীদের, আমাদের।

রহিম চরিত্রে আজিজুল হাকিমের অভিনয় অনেকদিন মনে থাকবে, আর যাদের বাড়ি বিক্রমপুর তারা কোনোদিনই ভুলবেনা। বাবু চরিত্রে শাহরিয়ার নাজিম জয়ের অভিনয় এবং শারিরিক পটুতা উল্লেখ করার মত। সিডনীর রহমতুল্লাহ্ তাদের সাথে সমান তালে অভিনয় করেছেন। চাচা সেজেছেন আমাদের রেডিওর সালেহ ইবনে রসুল। তার ভাব গম্ভীর সংলাপ উচ্চারণে চাচা চরিত্রটি রক্তে মাংসে উপস্থিত হয়েছে। ডনের ভুমিকায় মহম্মদ কাইয়ুম এর ছোট্ট চরিত্রটি পৃথক ভাবে উল্লেখ করার মত। মানিকের চরিত্রে আরিফ খান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এম এ মতিন, জহিরুল ইসলাম এবং মিলন তাদের চরিত্রে মানান সই।

জাপানী মেয়ের চরিত্রে দেশ থেকে আগত রুমানাকে খুবই মানিয়েছিলো। অভিনয় করার তেমন সুযোগ ছিলোনা তবে তার মঞ্চে পুতুল পুতুল উপস্থিতি দর্শকদের চোখে আরাম দিয়েছে।

সিডনীর টাউন হল নাটক মঞ্চস্থ করার উপযোগী হল নয়। সেখানেও মঞ্চসজ্জ্যায় জহিরুল ইসলাম রবিন বিক্ষিপ্ত কিছু খাট-পালঙ্ক কাঁথা-বালিশদিয়ে বেশ মানান সই পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। শাহিন শাহনেওয়াজের আলোক বিন্যাস খুবই বাস্তবসন্মত। রফিকুল হক সাগরের আবহ সঙ্গীত ছিল শ্রুতি মধুর তবে জাপানী যন্ত্রসঙ্গীত অথবা গান ব্যবহার করলে হয়তো আরো ভালো হতো।

সিডনী নাট্যমের এই প্রযোজনাটি একটি সফল প্রয়াস। এই সফল প্রয়াসের প্রথম দাবিদার নাট্যকার বেল্লাল হোসেন ঢালি। সাধুবাদ পাবেন পরিচালক আজিজুল হাকিম। এটা তৈরী করা নাটক নয়, এটাকে তৈরী করতে হয়েছে।

আমরা অনুরোধ করবো নাটকটির আরো একটি মঞ্চায়ন সিডনীতে হোক। যারা দেখতে পাননি তারা দেখার সুযোগ পাক।